زَادُ الْمُسْتَقْنِعْ

فى اختصار المقنع

موسى بن أحمد الحجاوى

যাদুল মুস্তাক্বনি'

ফিখতিসার আল-মুক্বনি'

মূসা বিন আহমদ আল-হাজ্জাওয়ী

زَادُ الْمُسْتَقْنِعِ

فِي اخْتِصَارِ الْمُقْنِعِ

যাদুল-মুস্তাক্বনি

ফিখতিসার আল-মুক্বনি

মূসা বিন আহমদ আল-হাজ্জাওয়ী আল-হাম্বালী

فقه الصلاة - ফিকহুস সালাত

অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ নাঈম

পরিচ্ছেদ: সালাতের বর্ণনা

সুন্নাহ হলো, (যদি ইমাম উপস্থিত থাকে, তবে) "ক্বাদক্বমাতিস সালাত" বলার সময় দাঁড়ানো এবং কাতার সোজা করা[১]।

এরপর ব্যক্তি "আল্লাহু আকবার" বলবে, তাঁর হাতের আঙুলগুলো বিস্তৃত ও একসাথে করে[২] এবং কাঁধ বরাবর দুইহাত উঠিয়ে -একেবারে সিজদাহ্-এর সময়ের মতো।

ইমাম তাঁর পিছনে অবস্থানকারীদের শ্রুতিগোচর হয় মতো তাকবীর করবেন, যেভাবে তিনি যোহর এবং 'আসর ব্যতীত অন্যান্য সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে অন্যদের শ্রুতিগোচর হয় মতো তিলওয়াত করেন। বাকীরা তা, নিজেদের শ্রাব্য হয় মতো করে করবেন।

এরপর সে বাম কব্জি (ডান হাত দ্বারা) আঁকড়ে ধরে, (উভয় হাত) নাভীর নিচে রাখবে এবং সিজদাহ্-এর স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।

এরপর বলবে, (سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)। এরপর তা'অুয (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) এবং তারপর নিঃশব্দে বাসমালাহ্ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) বলবে। আর এটি[বাসমালাহ্] আল-ফাতিহার অংশ নয়।

অতঃপর সুরা ফাতিহা তিলওয়াত করবে। (তা প্রতি রাকাআতেই রূকন। আর ফাতিহা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরা এবং আয়াতুল কুরসি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত)।

তা অবশ্যই পুনরায় তিলওয়াত করতে হবে যদি-

- এর মাঝে দীর্ঘ ও শরয়ী'(আইনি নয় এমন) যিকর ও দীর্ঘ বিরতি দ্বারা বিঘ্ন ঘটানো হয়;
- কোনো শাদ্দাহ্[৩] বা হরফ বাদ পড়ে কিংবা

---

[১] ইমাম উপস্থিত না থাকলে, তাকে দেখার সাথে সাথে দাঁড়ানো সুন্নাহ্।

[২] তালু থাকবে ক্বিবলামুখী।

[৩] এতে ১১ টি শাদ্দাহ্ আছে। এগুলো হলো-

(১) لِلَّهِ লিল্লাহি এর লাম (ل)-এর উপরে। ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾

(২) বা' (ب)-এর উপরে। ﴿رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾

- কোনো আয়াতের ক্রম পরিবর্তিত হয়।
- জেহরি বা সশব্দ সালাতে প্রত্যেকে জোরে আমিন বলবে।

এরপর সে আরেকটি সূরা তিলওয়াত করবে। সুবহের সালাতে তিয়ালে মুফাচ্ছল[ক্বাফ থেকে আন-নাবা], মাগরিবের সালাতে ক্বিসার্[আদ-দুহা থেকে আন-নাস] এবং অন্য সালাতসমূহে আওসাত(আন-নাবা থেকে আদ-দুহা) থেকে তিলওয়াত করবে। ‘উসমান রদিয়াল্লাহু আনহুর মুসহাফ এর বাহিরের ক্বির‘আত দিয়ে আদায় করা সালাত শুদ্ধ নয়।

এরপর “আল্লাহু আকবার” বলে রুকুতে যাবে এবং (যখন রুকু করতে শুরু করবে তখন) রাফ‘উল ইয়াদাইন করবে। এরপর আঙুলগুলো ছড়িয়ে রেখে উভয় হাত হাঁটুতে রাখবে এবং পিঠ সমান করবে। আর বলবে, (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)

এরপর সে মাথা তুলবে ও রফ‘উল ইয়াদাইন করবে। ইমাম এবং মুনফারিদ[একাকী সালাত আদায়কারী] (এসময়) বলবে, (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) এবং উঠার পর (ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর) বলবে, (رَبّنا ولك الْحَمْدُ، مِلْءَ السماءِ ومِلءَ الأرضِ، ومِلءَ ما شِئْتَ من شيءٍ بَعْدُ)। মা‘মুম শুধু বলবে, (رَبّنا ولك الْحَمْد)।

এরপর সে আল্লাহু আকবার বলে নিচু হবে এবং সাত অঙ্গে সিজদাহ্ করবে: প্রথমে উভয় পা, এরপর উভয় হাঁটু, অতঃপর দুই হাত এবং তারপর নাকসহ কপাল— এমনকি এগুলোর সাথে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলেও, তা সিজদাহ্-এর অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে না।

সে তাঁর বাহু পার্শ্বদেশ হতে এবং পেট উরু হতে ছড়িয়ে রাখবে। তাঁর উভয় হাঁটু আলাদা রাখবে এবং বলবে, (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)

---

(৩) র’ (ر)-এর উপরে। ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾

(৪) র’ (ر)-এর উপরে। ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾

(৫) দাল (د)-এর উপরে। ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾

(৬) ইয়া’ (ي)-এর উপরে। ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾

(৭) ইয়া’ (ي)-এর উপরে। ﴿وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾

(৮) সাদ (ص)-এর উপরে। ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾

(৯) লাম (ل)-এর উপরে। ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ﴾

(১০) দ্ব-দ ও

(১১) লাম (ل)-এর উপরে। ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾

এরপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা তুলবে। বাম পা নিতম্বের নিচে দিয়ে, ডান পা খাড়া রেখে ইফতিরাশ করে বসবে এবং বলবে, (رَبِّ اغْفِرْ لِي)

অতঃপর প্রথম সিজদাহ্ এর মতো দ্বিতীয় সিজদাহ্ করবে।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে, পায়ের বল(তালুর অগ্রভাগ) ব্যবহার করে, হাঁটুর উপর ভর করে উঠবে, যদি সম্ভব হয়।

সে দ্বিতীয় রাকা'আত, প্রথম রাকা'আতের মতো করে আদায় করবে, শুরুর তাকবীর, ইস্তিফতার দোয়া, তা'অুয এবং নিয়্যাত নবায়ন করা বাদে।

এরপর (দ্বিতীয় রাকা'আত শেষ করার পর,) বাম পা নিতম্বের নিচে দিয়ে, ডান পা খাড়া রেখে ইফতিরাশ করে বসবে। উভয় হাত, উভয় উরুর উপর রাখবে। ডানহাতের অনামিকা এবং কনীনিকা[কনিষ্ঠাঙ্গুলি] সঙ্কুচিত করে [বন্ধ করে], মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বৃত্ত তৈরি করে, তাশাহুদের সময় শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করবে। সে তাঁর বাম হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত রাখবে এবং (নিঃশব্দে) বলবে,

التَّحِيّاتُ لِلّه والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصالحِينَ، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا عَبْدُه ورسولُه

এটি প্রথম তাশাহুদ। এরপর বলবে,

اللَّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وعلى آلِ محمّدٍ كما صَلّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمّدٍ وعلى آلِ محمّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ ابراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيد

এরপর সে আশ্রয় চাইবে–

- জাহান্নামের আযাব থেকে;
- কবরের আযাব থেকে;
- জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে;
- মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

এরপর সে যা বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা দু'আ করবে।

এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলবে, (السلام عليكم ورحمة الله) এবং একইভাবে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলবে।

যদি সালাত তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট হয়, তবে সে প্রথম তাশাহুদের পর আল্লাহু আকবার বলে দাড়িয়ে যাবে এবং বাকী রাকা'আতগুলো শুধু সূরা ফাতিহা তিলওয়াত করে দ্বিতীয় রাকা'আতের মতো করে আদায় করবে। অতঃপর তাশাহুদে তাওয়াররুক করে বসবে।

একজন মহিলা(র সালাতের নিয়ম) পুরুষের (সালাতের) মতো, তবে সে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে এবং উভয় গোড়ালি তাঁর নিচে-ডানদিকে কিছুটা বের করে দিয়ে বসবে।

পরিচ্ছেদ: মাকরূহ এবং বৈধ কাজসমূহ

সালাত আদায়কালীন মাকরূহ হলো–

১- চেহারা সরিয়ে ফেলা;

২- আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা;

৩- চোখ বন্ধ করা;

৪- ইক'আ করা[৪];

৫- সিজদাহ্ এর সময় পুরো হাত(বাহু) মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া;

৬- নিরর্থক কোনো কাজ করা;

৭- উভয় হাত কোমরের উপর রাখা;

৮- গিট দ্বারা পট পট শব্দ করা;

৯- আঙুল ফুটানো;

১০- প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়[পস্রাব] সালাত শুরু করা;

[৪] ইক'আ করা দুই ধরণের–
গোড়ালি খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসা এবং সিজদাহেত হাত বিছিয়ে দেওয়া,
পায়ের পাতার নিচের অংশ বাহিরের দিকে মুখ করে গোড়ালির উপর বসা।

১১- খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর, ব্যক্তি চাওয়া স্বত্তেও খাদ্য গ্রহণ না করে (সালাত শুরু করা);

১২- (একই রাকা‘আতে) পুনরায় সুরা আল ফাতিহা পড়া।

ফরজ কিংবা নফল সালাতে কয়েকটি সূরা একত্র করা মাকরূহ নয়।

ব্যক্তি (যা) করতে পারবে–

- সালাত আদায়কালীন সামনে দিয়ে গমনকারীকে বাধা দেওয়া(, এটি সুন্নাহ্-ও);
- (আঙুল দ্বারা) আয়াত গণনা করা;
- ইমাম (যখন ভুল করে কিংবা সংশয়ে পতিত হয় তখন তা)কে সতর্ক করা;
- (প্রয়োজনে) কাপড় পরিধান করা;
- (প্রয়োজনে) পাগড়ি গুটানো;
- সাপ, বিচ্ছু বা উকুন মেরে ফেলা।

যদি কাজগুলো ‘উরফ অনুসারে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় এবং নিরবিচ্ছিন্ন হয় তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এমনকি ভুলে করা হলেও।

কোনো সুরার শেষ কিংবা মাঝখান থেকে তিলাওয়াত করা জায়েয।

সালাত আদায় করার সময় যদি কোন কিছু ঘটে, (যেমন কেউ প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে বা ইমাম কোনো কিছু ভুল করলে,) পুরুষরা সুবহানাল্লাহ্ বলবে এবং মহিলারা এক হাতের ভেতরের অংশ এবং অন্য হাতের বাইরের অংশ দ্বারা তালি বাজাবে।

সালাত আদায় করার সময় বামপাশে থুথু ফেলবে। আর মসজিদের ভেতরে কাপড়ে থুথু ফেলবে। (মসজিদের বাইরে ডনদিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলা মাকরূহ নয়।)

সাওয়ারির লেজের সমপরিমাণ[মতো] সুতরা[৫] রেখে সালাত আদায় করা সুন্নাহ। যখন কোনো খুঁটি বা স্থাপিত কোন কিছু পাওয়া যাবে না, তখন দাগ টেনে এর দিকে সালাত আদায় করবে।

পুরোপুরি কালো এমন কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সালাত ভেঙে যাবে। (যদি তা লোক এবং সুতরার মাঝখান দিয়ে কিংবা যখন সুতরা থাকবে না তখন পা হতে তিন যিরার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এ নিয়ম(সালাত ভেঙে যাওয়া) শুধু কালো কুকুরের জন্য মহিলা, গাধা, শয়তান কিংবা অন্যকিছুর জন্য নয়)।

---

[৫] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, সালাত আদায়কারীর সামনে সুতরাহর বিধান।

সে শাস্তির আয়াতের ক্ষেত্রে তা থেকে (শাস্তি থেকে) আশ্রয় চাইতে পারবে এবং ক্ষমার আয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রর্থনা করতে পারবে, এমনকি তা ফরয সালাত হলেও।

রূকনসমূহ

সালাতের রুকনসমূহ হলো—

১- (ফরয সালাতে সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে) দাড়াঁনো;

২- তাহরীমা[আল্লাহু আকবার-তাকবীর আল ইহরাম];

৩- আল ফাতিহা;

৪- রুকু করা;

৫- রুকু থেকে উঠা;

৬- সাতটি অঙ্গে সিজদাহ্ করা;

৭- সিজদাহ্ থেকে উঠা;

৮- দুই সিজদাহ্ এর মাঝখানে বসা;

৯- এগুলোতে ধীর-স্থিরতা[তুমা‘নিনা][৬] অবলম্বন করা;

১০- শেষ তাশাহুদ;

১১- এর জন্য বসা;

১২- এতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ, (এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, “আল্লাহুম্মা সাল্লিআ‘লা মুহাম্মাদ”);

১৩- ক্রম অনুসরণ

এবং

---

[৬] তুমা‘নিনা এবং খুশু-এর মধ্যকার পার্থক্য—

- তুমা‘নিনা বাহ্যিক, খুশু আভ্যন্তরীণ।
- তুমা‘নিনা রুকন, খুশু সুন্নাহ্।

১৪- তাসলিম[৭]।

ওয়াজিবসমূহ

এর ওয়াজিবসমূহ হলো–

১- প্রথম তাকবীর বাদে অন্য তাকবীর সমূহ;

২- তাসমিত্ত বা (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ);

৩- তাহমীদ বা (رَبَّنا ولك الْحَمْد);

(৪-৬) অন্তত একবার রুকু ও সিজদাহ্-এর তসবীহসমূহ এবং দুই সিজদাহ্ এর মাঝখানে তাসবীহ্ পাঠ করা, তিনবার বলা সুন্নাহ্;

৭- প্রথম তাশাহুদ এবং

৮- এর জন্য বসা।

পূর্বে বর্ণিত পূর্বশর্ত[৮], রূকন এবং ওয়াজিবসমূহ বাদে আর যা কিছু আছে সবগুলোই সুনান।

একজন ব্যক্তির সালাত বাতিল হবে, যদি–

---

[৭] তাসলিমের ব্যাপারে মু'তামাদ— ফরজ সালাতে দুই তাসলিমই রুকন। নফল ও জানাযার সালাতে প্রথম তসলিম রূকন দ্বিতীয়টি সুন্নাহ্।

[৮] সালাত শুরুর পূর্বে যেসকল শর্ত পূরণ করতে হয়। এগুলো মোট নয়টি। এগুলো হলো:-

১- ইসলাম;
২- 'আক্বল;
৩- তাময়ীয;
৪- সক্ষমতা সাপেক্ষে পবিত্রতা অর্জন;
৫- ওয়াক্ত হওয়া;
৬- সক্ষমতা সাপেক্ষে এমন কিছু দ্বারা সতর ঢাকা, যা ত্বক প্রকাশিত করে না।
৭- সক্ষমতা সাপেক্ষে শরীর, কাপড় এবং সালাতের স্থান হতে ক্ষমাযোগ্য নয় এমন নাজাসাহ্ দূর করা।
৮- সম্ভব হলে ক্বিবলামুখী হওয়া।
৯- নিয়্যাত।

বিস্তারিত দেখুন, **সালাতের পূর্বশর্তসমূহ, ক্বাদ্দুমির রিসালাহ্, পৃ. ৪৫-৪৭।**

- ওজরব্যতীত কোনো পূর্বশর্ত(শুরুত্) ছেড়ে দেয়। তবে নিয়্যাত বাদে। কারণ তা কখনও মাফ হয় না। [অর্থাৎ ওজরবশতঃ কোনো শুরূত্ ছেড়ে দিলে সালাত বৈধ হবে, তবে নিয়্যাত ব্যতিক্রম কারণ এক্ষেত্রে কোনো ওজর প্রযোজ্য নয়]

কিংবা

- ইচ্ছাকৃত কোনো রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়।

উপরের নিয়ম[সালাত ভঙ্গ হওয়া] বাকীগুলোর ক্ষেত্রে[সুন্নাহ্-সমূহ] প্রযোজ্য নয়।

এ[রুকন এবং ওয়াজিব] ব্যতীত আর যেসকল কথা এবং কাজ আছে সবই সুনান[৯]। এগুলো পরিত্যাগের কারণে সাহু সিজদাহ্ দেওয়া আইনী নয়, তবে কেউ যদি দেয় তাতেও সমস্যা নেই।

[৯] অর্থাৎ সুন্নাহ্ দুই প্রকার, বাচনিক এবং কর্মগত। বিস্তারিত দেখুন, **সালাতের সুন্নাতসমূহ, ক্বাদ্দুমির রিসালাহ্, পৃ. ৪৯-৫১**।

পরিশিষ্ট : ১

সালাতে যত্নশীল হওয়া

পরিচ্ছেদ: সালাতে যত্নশীল হওয়া[১০]

সালাতে তোমার অন্তরকে হিফাজত করো এবং তোমার মওলার সামনে উপস্থিত থাকতে প্রাণপণে চেষ্টা করো।

যখন সালাতে দাঁড়াবে, জেনে রাখো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো।

যখন ক্বিরআত করবে, জেনে রাখো, তুমি ক্বিরআতের মাধ্যমে তোমার মওলার সাথে নিভৃতে কথা বলছো।

সালাতে তোমার অন্তরকে ওয়াসওয়াসা থেকে হিফাজত করো এবং এমন হও যেন তুমি পরাক্রমশালী, মহিমান্বিত, মর্যাদাবান সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে আছো।

উপলব্ধি করো, যা তুমি বলছো (তাঁর অর্থ ও মর্ম) এবং যাকে বলছো (তাঁর দ্যুতি)।

যখন তুমি রুকু করছো, জেনে রাখো, তুমি রুকু করছো আল্লাহ্ আযযা ওয়া জল্লার বড়ত্বের প্রতি বিনয়ী হওয়ার কারণে। একই নিয়ম যখন তুমি সিজদাহ্ করছো।

রুকু এবং সিজদাহ্-এর সময় দেহের সাথে অন্তরকেও উপস্থিত [যুক্ত] রাখবে। যতটুকু সম্ভব তোমার অন্তরকে সালাত বিমুখ হওয়া থেকে হিফাজত করবে। [যদি তুমি করতে পারো], তবে তুমি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে সেই নূর ও নৈকট্য লাভ করবে, ইন শা আল্লাহ্।

এই নির্দেশনাগুলো সংরক্ষণ করো, এগুলোর উপর আমল করো এবং এগুলোকে তোমার [আত্মিক] মূলনীতিতে পরিণত করো। এভাবে তুমি তোমার মওলার সাথে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। আশা করি, এর মাধ্যমে তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতে পরিপূর্ণভাবে সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

---

[১০] এই অংশটি নেওয়া হয়েছে ইমাম আহমদ বিন ইবরাহীম আল-ওয়াসিত্বি আল-হাম্বালী[ইবন শাইখ আল-হাযযামিয়্যীন মৃ.৭১১হি.] এর "মিফতাহ্ ত্বরীক আল-আওলিয়া" থেকে।

পরিশিষ্ট : ২

আহকামুত তাক্লিফিয়্যাহ বা দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান[11]

যে পাঁচটি বিধানের উপর শরীয়া আবর্তিত হয়-

[১] “ওয়াজিব/ফরয”- যা পালন করলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয় আর ছেড়ে দিলে শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

[২] “মাহযুর(হারাম-অবৈধ)”- ওয়াজিবের বিপরীত। [যা ছেড়ে দিলে সওয়াব প্রাপ্ত হয় আর পালন করলে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হয়]।

[৩] “সুন্নাহ্/মাসনূন”- যা পালন করলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয় কিন্তু ছেড়ে দিলে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।

[৪] “মাকরূহ্(অপছন্দনীয়)”- মাসনূনের বিপরীত। [যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও তা সংগঠনের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয় না]।

[৫] “মুবাহ্”- যা পালন করলে কিংবা ছেড়ে দিলে ব্যক্তি সওয়াব কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।

ওয়াজিব আবার দুই প্রকার-

ক. ফরযে ‘'আইন- যে ওয়জিব করার আদেশ করা হয়েছে সকল মুকল্লাফ- বালেগ ও আক্বীল ব্যক্তিকে। অধিকাংশ ওয়াজিব শরঈ‘ বিধান এই শ্রেণির আয়ত্তাধীন।

খ. ফরযে কিফায়া- যে ওয়াজিব সম্পাদনের আদেশ করা হয়েছে দলগতভাবে সকল মুকাল্লিফের উপর, প্রত্যেকের উপর নয়। যেমন: আযান, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এবং এ জাতীয় বিষয়াদি।

---

[১১] মূল- রিসালাতুন লাত্বিফাতুন জামি‘আতুন ফি উসূলুল ফিকহিল মুহিম্মা – শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসির আস-সা‘দী

সহায়ক ক্লাস ও গ্রন্থপঞ্জি

১- ক্লাস: Fiqh Of Salah

উস্তায:- উস্তায যাহিদ ফিত্তাহ্ (Ustadh Zahed Fettah)

লিংক: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLEwR_ZljHmmr-ShyP0OMkE268z1b--MK

২- বই:

- মূসা আল-হাজ্জাওয়ী। Supplement for the seeker of certitude [Zād al-Mustaqni']। ভার্শন ১.৪, ২০১৬। ইসলামোসাইক। অনুবাদ- মূসা ফারবার।
- সালিহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান। A Commentary on Zād al-Mustaqni'। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৮। দার আল-আরকাম। অনুবাদ- আবু উমাইর, সম্পাদনা- এ. এফ. করিম।
- মূসা বিন ঈসা আল-ক্বাদ্দুমি। ক্বাদ্দুমির রিসালাহ্। প্রথম সংস্করণ, ২০২০। Hanbalifiqh.com। অনুবাদ ও পাদটীকা সংযোজন - মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ নাঈম, অনুবাদ নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা- ইমরান হেলাল।
- আবদুর রহমান আল-বা'লী। বিদায়াতুল 'আবিদ ওয়া কিফায়াত আল-যাহিদ। অনুবাদ- ফারশিদ খান।
- আহমদ বিন ইবরাহীম আল-ওয়াসিত্বী। The Key to the Saintly Path[Miftāḥ Ṭarīq al-Awliyāʾ]। প্রথম সংস্করণ, ২০১৮। ক্রিয়েটস্পেইস ইন্ডিপেন্ডেট পাবলিশিং ফোরাম। অনুবাদ- মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহি 'আলী